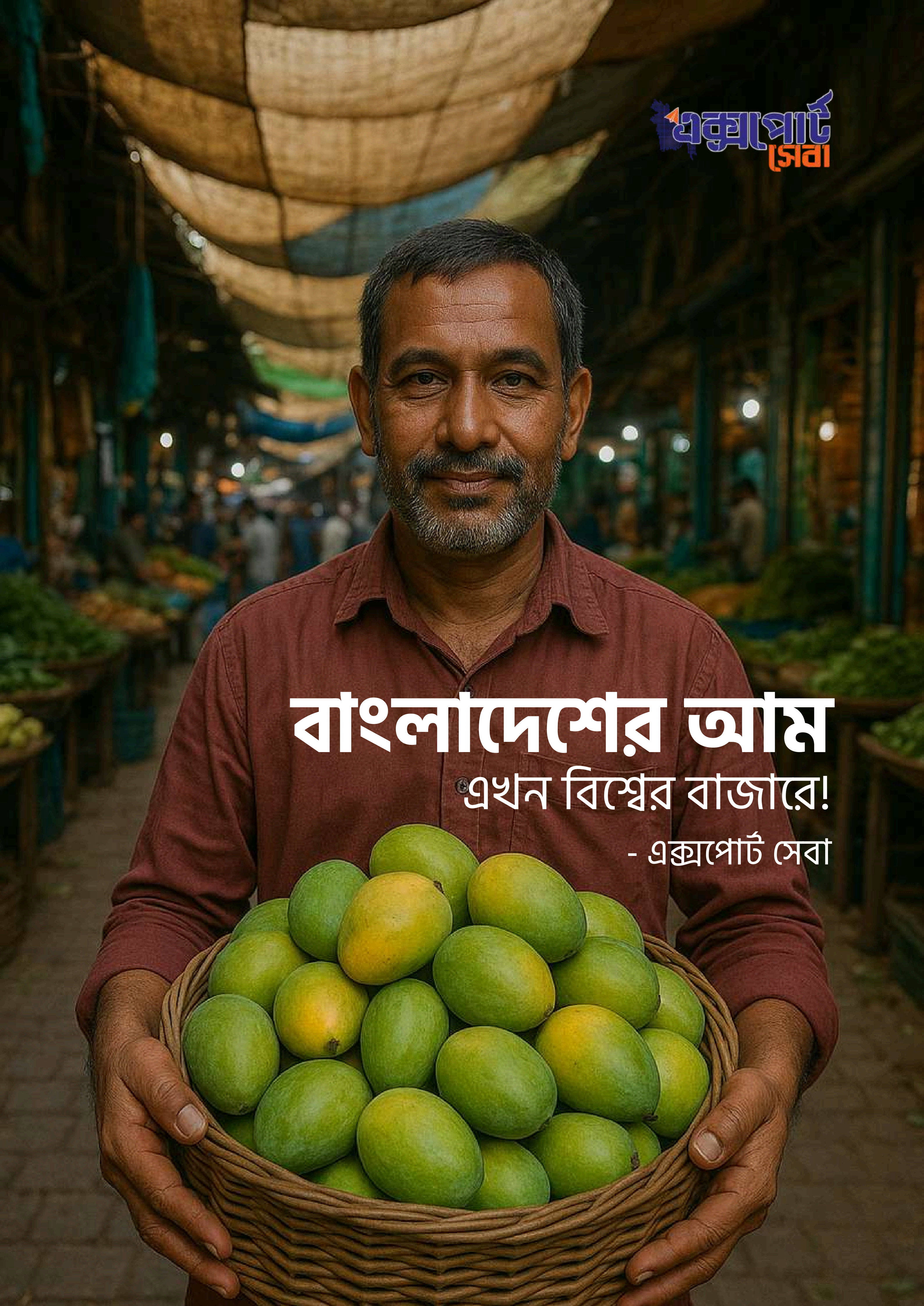

এক্সপোর্ট সেবা

বাংলাদেশের আম

এখন বিশ্বের বাজারে!

- এক্সপোর্ট সেবা

মৌসুমি আম রপ্তানি করুন

মাত্র কয়েক ধাপে

বাংলাদেশের হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি — এই স্বাদে ভরপুর আমের চাহিদা রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, ও এশিয়ার অনেক দেশে।

সোর্সিং থেকে রপ্তানি

- ✅ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সংগ্রহ
- ✅ প্রাকৃতিকভাবে পাকা, কার্বাইডমুক্ত আম
- ✅ HWT/VHT প্রক্রিয়াকরণ
- ✅ আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং
- ✅ এয়ার কার্গো শিপমেন্ট

বিদেশে আত্মীয়, B2B ক্রেতা অথবা অনলাইন মার্কেটেই আপনার সুযোগ অপেক্ষা করছে।

ধাপে ধাপে আম রপ্তানির সহজ গাইড: নতুনদের জন্য

ধাপ ১: কোন দেশে, কোন আম?

আম রপ্তানি শুরু করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে – কোথায় পাঠাবেন আর কোন জাতের আম পাঠাবেন?

🔎 **লক্ষ্য বাজার:**
বাংলাদেশি আম বিদেশে বেশ জনপ্রিয়। সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে:

মধ্যপ্রাচ্যে: সৌদি, কুয়েত, কাতার, দুবাই – এখানকার প্রবাসীরা আম খুব পছন্দ করেন

ইউরোপে: বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশিদের কাছে

এশিয়াতে: মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং – এখানে ভোক্তা মানের পাকা আম চায়

🥇 জনপ্রিয় জাত:

হিমসাগর – রাজকীয় স্বাদ, বিদেশে খুবই চাহিদাসম্পন্ন
ল্যাংড়া – মোলায়েম ও মিষ্টি
ফজলি – আকারে বড়, ইউরোপে ভালো চলে
আম্রপালি – সুন্দর ও টেকসই, রপ্তানির জন্য আদর্শ
গোপালভোগ – মৌসুমের প্রথমদিকে বাজারে আসে

🛒 সংগ্রহ করবেন কোথা থেকে?

- রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরার কৃষকদের থেকে সরাসরি
- স্থানীয় হাট থেকে বাছাই করে
- চাষিদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সিজনজুড়ে সাপ্লাই নিশ্চিত করুন

ধাপ ২: প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং

🥭 কোন আম বাছবেন?

- প্রাকৃতিকভাবে পাকা
- দাগমুক্ত, মাঝারি আকৃতি
- কার্টনপ্রতি এক জাতের আম দিন

🧪 রপ্তানির আগে চিকিৎসা দরকার?

হ্যাঁ! অনেক দেশে বাধ্যতামূলক:

- Hot Water Treatment (HWT)
- Vapor Heat Treatment (VHT) – ইউরোপ, জাপান, কোরিয়ায় পাঠাতে হলে দরকার

প্যাকিং কেমন হবে?

- ফুড-গ্রেড ফোম ট্রে
- ভেন্টিলেটেড (হাওয়ায়াযুক্ত) কার্টন
- প্রতিটি কার্টনে ৩–৫ কেজি
- গায়ে থাকবেঃ জাতের নাম, উৎপাদনের তারিখ, আপনার নাম, “Made in Bangladesh” লেখা

ধাপ ৩: প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও কাগজপত্র

নতুনদের জন্য প্রয়োজন:

- ট্রেড লাইসেন্স
- TIN ও BIN সার্টিফিকেট
- EPB (Export Promotion Bureau) রেজিস্ট্রেশন
- ERC (Export Registration Certificate)
- GAP (EU + buyer demand)
- ফাইটো-স্যানিটারি সার্টিফিকেট (কৃষি অফিস)
- Certificate of Origin (চেম্বার অব কমার্স)
- প্যাকিং লিস্ট ও ইনভয়েস
- HS কোড: 08045020

ধাপ ৪: কিভাবে পাঠাবেন?

এয়ার কার্গো (দ্রুত ও নিরাপদ)

- ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ৩–৫ দিনে পৌঁছে যায়
- খরচ: প্রতি কেজিতে গড়ে ২৫০–৩৫০ টাকা (কম বেশি হতে পারে)

ধাপ ৫: ক্রেতা পাবেন কোথায়?

B2B ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট খুলুন:

- Alibaba.com
- ExportHub.com
- TradeKey.com
- LinkedIn, WhatsApp গ্রুপেও যোগাযোগ রাখুন

সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্র্যান্ডিং করুন:

- পেজ খুলুন: Fresh Bangladeshi Mango Export
- লাইভ ভিডিও দিন – প্যাকিং, শিপিং ইত্যাদি
- বিশ্বজুড়ে বিশ্বাস তৈরি হবে

পেমেন্ট কিভাবে নেবেন?

৫০–৭০% অগ্রিম চেষ্টা করুন

ব্যাংক TT ব্যবহার করুন

ধাপ ৬: ছোট পরিসরে শুরু করুন

- ২০০–৩০০ কেজি নিয়ে প্রথমবার ট্রায়াল দিন
- বিদেশে আত্মীয় থাকলে, তাদের মাধ্যমেও মার্কেট তৈরি করা সম্ভব
- প্রথমবারে লাভ না হলেও আপনি অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি পাবেন

বাংলাদেশের মৌসুমি আম হলো এক বিশাল সুযোগ। সঠিক পরিকল্পনা, মান বজায় রাখা, ডকুমেন্ট ঠিক রাখা ও মার্কেটিং জানলে — মাত্র এক মৌসুমেই আপনি লাখ টাকা আয় করতে পারেন।

Export Sheba

বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের নির্ভরযোগ্য
এক্সপোর্ট পার্টনার

আমাদের সেবা:

- বিদেশি বায়ার হান্ট
- ডকুমেন্টেশন সাপোর্ট
- শিপমেন্ট প্রসেস সহায়তা
- এক্সপোর্ট মেন্টরশিপ ও প্রফেশনাল কনসালটেন্সি

ওয়েবসাইট: www.bdexporter.com

📞 যোগাযোগ করুন:

01806673089 | 01806134014
01710243317 | 01339585677